তৃষ্ণা
রাখাল রায় চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং
( বইমেলা ), আগরতলা।

*TRISNA*
*By*
*Rakhal Roy Choudhury*

কবির অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ ঃ

- অন্ধকারের গর্ভ থেকে
- শত পুষ্প
- উন্মেষ
- তিন হাটে বিকিয়ে যাই
- মেঘে রোদে ভরা আকাশ
- তিন ভুবনে
- খুকুর ছড়া
- ছড়া বিচিত্রা
- সেরা প্রবচন

# নিবেদন

দীর্ঘকাল যাবৎ প্রায় শয্যাশায়ী বলে এবারে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, এ আমার চিন্তা বহির্ভূত ছিল। সন্তানসুলভ আচরণে আমাকে মুগ্ধ করেছে এমন কজন স্নেহাস্পদের প্রচেষ্টায় অসম্ভব কাজটি সম্ভব হল।

অল্প সময়ে তাড়া হুড়ো করে যে কাজটি সম্পন্ন হল, তা সুসম্পন্ন হতে আরো সময়ের প্রয়োজন ছিল। অনভিপ্রেত ভুলত্রুটিগুলির জন্য আমি দুঃখিত।

ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকে গ্রন্থস্থ রচনাগুলি স্ব-স্ব বিষয়-পরিনতিতে কতখানি রসোত্তীর্ণ এবং স্ব-ধর্মীয় বিশিষ্টতায় এগিয়ে তার বিচার আমার নয়, সেই ভার শ্রদ্ধেয় পাঠকদের উপর। সামান্য ভাল লাগার মতো এতে যদি কেউ কিছু খুঁজে পান তাই আমার আনন্দ।

গ্রন্থকার

—ঃ উৎসর্গ ঃ —

—পিশেমশাই স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র ধরের

স্মৃতি-তর্পনে।

—রাখাল

# ভূমিকা

'তৃষ্ণা' কবি রাখাল রায় চৌধুরীর নবম কবিতা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিই গ্রন্থের নাম। গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'তৃষ্ণা' কবির হৃদয়-তৃষ্ণারই রূপ ধরে কালের স্রোত-ধারায় দুলতে থাকবে, ডুবে যাবে না। প্রেমের এই এক নিগুঢ় অথচ সহজ সরল খোলা মেলা খেলা।

কবি রাখাল রায় চৌধুরী যে ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারন ব্যক্তিত্ব, তা আজ সুস্পষ্ট প্রকৃত সংবেদনশীল সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে। কবি রাখাল রায় চৌধুরী একাধারে নাট্যকার, প্রবন্ধকার, ছড়াকার, গীতিকার এবং একজন সেরা প্রবচনকার।

মঞ্চাভিনীত তার দুটি নাটকই দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। আরও অতি-চমৎকার তার কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হবার অপেক্ষায়। প্রবন্ধ রচনায় এ-পর্যন্ত অনেকগুলি পুরস্কার তিনি অর্জন করেছেন। তার রচিত দু-টি ছড়ার বই এর-মধ্যে যথেষ্ট সাড়া যোগিয়েছে। ছড়ার বইগুলি একটানে পাঠকদের কাছে চলে গেছে। গীতিকার হিসেবে তো তিনি আকাশবানীর একজন স্থায়ী স্বার্থক গীতিকার। পৌনমী প্রকাশনীর বক্তব্যে জানা গেল রাখালবাবুর সদ্য প্রকাশিত 'সেরা প্রবচন' প্রায় নিঃশেষ হ'তে চললো। তাঁর রচিত গল্পগুলিও বেরোতে শুরু করেছে।

শিশুদের জন্য রচিত রাখাল বাবুর কবিতা, ছড়া, নাটক, গান এবং ওদের নিয়ে সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শিশুকল্যানে উল্লেখযোগ্য অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কবিকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

রাখাল বাবুর কবিতাগুলি সুখ-দুঃখ-হতাশা, ধর্ম রাজনীতি, সমাজ, প্রকৃতি, কখনো বিদ্রোহ-বিপ্লবে আবর্তিত হলেও তাকে

তার কবিত্বের মূলসুর প্রেম থেকে নিবৃত্ত করে দূরে সরাতে পারেনি সেখানে তিনি স্থায়ী বাসিন্দা।

তাই আমরা দেখি; সারা জীবন ধরে প্রেমের কবিতা ও গান লিখেও কবির যেন প্রেম-নিবৃত্তি ঘটছেনা। প্রবীন কবি গ্রামের পূর্ণ শশীকে আজও স্মরন করে প্রেমের কবির প্রেম-তৃষ্ণার মুহূর্তে 'তৃষ্ণা' কবিতায়।

'সত্যিকারের প্রেমিক' প্রকৃতির হাতেই তৈরী হয়ে গড়ে উঠে। আমাদের এই কবি সত্য প্রেমিক। তিনি তার প্রেমকে সংকীর্ণ স্বার্থে বা নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে না রেখে বিশ্বময় তার ছায়া দর্শন করেন এবং তার থেকেই জন্ম নিয়েছে তার বৃহের প্রেম, 'বিশ্ব হোক আমার দেশ' ইত্যাদি কবিতা সমষ্টি।

এই সু-উচ্চ কবি মনের যথার্থ মর্যাদা এবং মুল্যায়ন একদিন আসবে এই সমাজ থেকেই এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জগদীশ কুণ্ড
অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা।
২৮।১২।৯৬ ইং

# সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | তৃষ্ণা | ১ |
| ২। | প্রেতাত্মার করচা | ৩ |
| ৩। | বেগম সাহানা | ৫ |
| ৪। | আতর আলী | ৭ |
| ৫। | আগুন | ৮ |
| ৬। | রাজীব গান্ধী স্মরনে | ৯ |
| ৭। | হৃদয়-ধর্ম | ১০ |
| ৮। | সালাম | ১১ |
| ৯। | স্বপ্নে দেখা দাদা ও বৌদি | ১২ |
| ১০। | ভুলেই গেছি | ১৫ |
| ১১। | পৌত্র শুভ্রজিৎ চৌধুরীর দ্বিতীয় বার্ষিকী জন্মদিনে আশীর্বানী | ১৯ |
| ১২। | সময় কথা বলে | ২০ |
| ১৩। | চুমকী | ২১ |
| ১৪। | অভেদ্য দেবস্ব | ২৩ |
| ১৫। | আজও কাঁদে দ্রৌপদী | ২৪ |
| ১৬। | সিন্ধু | ২৫ |
| ১৭। | ভাইয়ের রক্তে ভাই | ২৬ |
| ১৮। | ক্ষমা করো কবিতা ক্ষমা করো | ২৭ |
| ১৯। | জিজ্ঞাসা | ২৮ |
| ২০। | দাদুর চেয়ার | ২৯ |
| ২১। | কালের ধূলি | ৩০ |
| ২২। | তাই তুমি অপরাধিনী | ৩১ |
| ২৩। | কবি-জায়া প্রমিলা নজরুল | ৩৩ |
| ২৪। | মধ্যবর্তিনী | ৩৪ |
| ২৫। | বন্দনা | ৩৫ |
| ২৬। | স্মৃতি ও স্বপ্ন | ৩৬ |

২৭। নিষ্কৃতি-প্রার্থনা ৩৭

২৮। দর্শন ৩৮

২৯। জন্মদিনে ৩৯

৩০। মুক্তির স্বপ্ন ৪১

৩১। বিদায়ের দিনে ৪২

৩২। বিস্মৃতির উর্দ্ধে কবি বিজন চৌধুরী ৪৩

৩৩। আনন্দ ব্রত ৪৪

৩৪। পুরস্কার ৪৬

৩৫। কখনো কখনো ৪৭

৩৬। ক্ষোভ ৪৮

৩৭। প্রাণের মানুষ খুঁজি ৪৯

৩৮। [illegible] কল ৫[illegible]

৩৯। দূর থেকে ৫২

৪০। চেতনা ৫৩

৪১। বিশ্ব হোক আমার দেশ ৫৪

৪২। বাঘের প্রেম ৫৫

৪৩। অনাবৃতা মা প্রকৃতি ৫৬

৪৪ মহারাষ্ট্রের ভূ-কম্প ৫৭

৪৫। বিধাতার সিংহাসন ৫৮

৪৬। প্রিয়তমা ৬০

৪৭ খুঁজি কাকে ৬১

# তৃষ্ণা

ও-পাড়ে কাঁখ থেকে কলসী
ঘাটেতে রাখল পূর্ণশশী
ঢেউ দিয়ে জল ভরে হেসে
এ-তীর ছোঁয় সেই ঢেউ এসে
ছোঁয়া লাগে তৃষিত এ বুকে।
সেই ঢেউ প্রবাহি এ বুকে
বেদনা সৃষ্টি করল সুখে
গাঁথল দিনের স্মৃতিরে
গোপন ব্যাকুল অন্তরে।।
রাঙিয়ে হৃদয় পুলকে।
নীরবে নিশিদিন যায় চলি
এ-কাঙাল-হৃদয় অবহেলি
জানেনা কেউ বিন্দু মাত্র কিছু
কি যে মনের আকুল বাসনা
দূর থেকে চেয়ে থাকি তার মুখচ্ছবি।
মায়া-মৃগ চোখ দুটি দেখি অনুখন
লেখা যেথা রয়েছে বিনম্র নিমন্ত্রণ
আড়াল থেকে চায় সে বাঁকা চোখ করে
পারিনা বলতে কিছু কাছে এলে তারে
নিত্য আক্ষেপ করি, কেবলই ভাবি।
নতুন যৌবনের রস-যাতনা
নিত্য বুকে সইযে বিড়ম্বনা

কি ভাবে বোঝাব এ-হৃদয়-পদ্মে
বসিয়েছি তাকে প্রাণের উর্দ্ধে
দু-চোখ দিল ধরা দু'চোখের কাছে।
অন্তঃ সলিলা আর্তনাদ সকল্লোলে
অনুভূতির স্তরে স্তরে পৌঁচেছে,
হৃদয় কাননে মায়া-মৃগের ছলনা
অভিসারে উন্মুখ নিত্য আনাগোনা
গোকুলে বাঁশি আজো বেজে চলেছে।
আরও কাছে কাছ হতে পাওয়া
তারপর উজার করে দেয়া
দু'টি-মনে দুটি স্বপ্ন আছে লুকিয়ে
গাঁথামালা কত যায় শুকিয়ে
সময়ের বিশাল সাগরতীরে।
তবু বাঁচে প্রাণ দুরন্ত আশা লয়ে
মৃত্যু ভয়, শত পরাজয় ভুলে গিয়ে
মনের গভীরে একাগ্র জপ শুধু তাহারি
বাকি কাজ অবহেলায় থাকে কতো পড়ি।
প্রতিক্ষায় মগ্ন দোঁহে বালুকার চরে।
ভাবে সে, ভাবি আমি ভাবার অন্ত নেই
যদি স্বপ্ন দেখা ব্যর্থ হয় তবেই-
বেদনার ভার এ বুকে সইবেনা
শরম ভয়ঙ্কর বলে ভয় পাবেনা ;
রাধার কলঙ্ক ওর বড়ো ভালো লাগে।

O ৪ | ৯ | ৯২

# প্রেতাত্মার করচা

হে পূর্ব পুরুষ করোনা আপসোস

কোন দুঃখ করোনা।

এ যুগের গ্রাহ্য স্বার্থ সিদ্ধি কার্য

দেখে লজ্জা পেয়োনা।।

যবে প্রান-বায়ু না পেয়ে আয়ু

তোমায় গেল ছেড়ে।

ক্ষনিকের বন্ধন ক্ষনিকের ক্রন্দন

এলে বর্জন করে।।

দেয় গোবর ছিটে পবিত্র হয় ভিটে

বাসি মৃত ভাল নয়।

তৎপরতা লয়ে বিলম্ব না সয়ে

ঝাড় পোঁছ শুরু হয়।

বিদেহী হয়েছো তুমি আর নও গৃহস্বামী

নিবাস শ্মশানঘাটে।

রেখে গেলে সংসার স্নেহের কারাগার

পিণ্ডি পাবে বহির্ঘাটে।।

জীবদ্দশাতে দিবস রাতে

অনাদৃত ছিলে।

চলেনা দুঃখ করা বিদায় দিলে ওরা

কিঞ্চিৎ চোখের জলে।।

[illegible]হ্য-মর্যাদার আছে যে ব্যাপার

শ্রাদ্ধ-শান্তি কার্যাদি।

[illegible]লতু ফালতু যত এগিয়ে আসবে শত

দিতে বুদ্ধি ফর্দাদি-

কেউবা করে ক্রুশ          কেন এতো খরচ
সংক্ষেপে হোক প্লিজ।
বলে ভেবে উত্তর পুরুষ          ওই জমিটা বেচ্‌বো যে
বাঁচ্‌বে যে প্রেষ্টিজ॥
চিন্তা করে মনে          ত্রাণ পেল প্রাণে
বিদের হলো আপদ।
খোঁজে তারপর          নগদ স্থাবর
কোথায় কি সম্পদ।
শ্রাদ্ধের বাসরে          কতলোক ধরে
প্রতিবেশী-বন্ধু-ইষ্ট।
ঘণ্ট-ঝোল-ভাজা          দই-মিষ্টি-গজা
দেখে সবে সন্তুষ্ট॥
টক শেষ হলে          দই দিতে বলে
আর একটু বেশি।
বিদায়ের কালে          অতিথিরা বলে
আমরা বড়ো খুশী॥
প্রাক্তন কর্তা          আজকে প্রেতাত্মা
পেলেন প্রেতের ভোজ্য।
মুখে হাসি চোখে জল          অসহায় টলমল
এইতো শেষ ধার্য॥
এ-ভুরি ভোজ দেখে          প্রেতাত্মা ভাবে দুঃখে
এতো আদর ভু-লোকে।
হেথা দেহী ছিলাম যবে          এর একাংশ পেলে
ইহকাল যেতো সুখে॥

০          ১১৫। ৯

## বেগম সাহানা

সিরাজ মিয়াঁর
নব পুত্র-বধূ
বেগম সাহানা,
কোমর ঘুরিয়ে
দেখলো আমায়
দু-চোখে বাহানা।

ওদের পুকুরে
মাছ ধরি রোজ
আজও ধরছি,
শিঙ্গির কাটায়
বিষ-যন্ত্রনায়
বসে কাতরাচ্ছি।

দৌড়ে এসে সানা
আহত অঙ্গুলিটি
নেয় তুলে মুখে,
শোষে নেয় বিষ
মধুর সোহাগে
মরমীর দুখে।

পুকুরের ঘাটে
চেয়ে থাকি তাকে
লজ্জা কোথা রাখে!
অবনত শিরে
চেয়ে থাকে জলে
হাসি চেপে মুখে।

কি ভাবে বোঝাব এ-হৃদয়-পদ্মে
বসিয়েছি তাকে প্রাণের উর্দ্ধে
দু-চোখ দিল ধরা দু'চোখের কাছে।
অন্তঃ সলিলা আর্তনাদ সকল্লোলে
অনুভূতির স্তরে স্তরে পৌঁচেছে,
হৃদয় কাননে মায়া-মৃগের ছলনা
অভিসারে উন্মুখ নিত্য আনাগোনা
গোকুলে বাঁশি আজো বেজে চলেছে।
আরও কাছে কাছ হতে পাওয়া
তারপর উজার করে দেয়া
দু'টি-মনে দুটি স্বপ্ন আছে লুকিয়ে
গাঁথামালা কত যায় শুকিয়ে
সময়ের বিশাল সাগরতীরে।
তবু বাঁচে প্রাণ দুরন্ত আশা লয়ে
মৃত্যু ভয়, শত পরাজয় ভুলে গিয়ে
মনের গভীরে একাগ্র জপ শুধু তাহারি
বাকি কাজ অবহেলায় থাকে কতো পড়ি।
প্রতিক্ষায় মগ্ন দোঁহে বালুকার চরে।
ভাবে সে, ভাবি আমি ভাবার অন্ত নেই
যদি স্বপ্ন দেখা ব্যর্থ হয় তবেই-
বেদনার ভার এ বুকে সইবেনা
শরম ভয়ঙ্কর বলে ভয় পাবেনা ;
রাধার কলঙ্ক ওর বড়ো ভালো লাগে।

O ৪।৯।৯২

# প্রেতাত্মার করচা

হে পূর্ব পুরুষ করোনা আপসোস
কোন দুঃখ করোনা।
এ যুগের গ্রাহ্য স্বার্থ সিদ্ধি কার্য
দেখে লজ্জা পেয়োনা।।
যবে প্রান-বায়ু না পেয়ে আয়ু
তোমায় গেল ছেড়ে।
ক্ষনিকের বন্ধন ক্ষনিকের ক্রন্দন
এলে বর্জন করে।।
দেয় গোবর ছিটে পবিত্র হয় ভিটে
বাসি মত ভাল নয়।
তৎপরতা লয়ে বিলম্ব না সয়ে
ঝাড় পোঁছ শুরু হয়।
বিদেহী হয়েছো তুমি আর নও গৃহস্বামী
নিবাস শ্মশানঘাটে।
রেখে গেলে সংসার স্নেহের কারাগার
পিণ্ডি পাবে বহির্বাটে।।
জীবদ্দশাতে দিবস রাতে
অনাদৃত ছিলে।
চলেনা দুঃখ করা বিদায় দিলে ওরা
কিঞ্চিৎ চোখের জলে।।
শাস্ত্র-মর্যাদার আছে যে ব্যাপার
শ্রাদ্ধ-শান্তি কার্যাদি।
হালতু ফালতু যত এগিয়ে আসবে শত
দিতে বুদ্ধি ফর্দাদি-

কেউবা করে ক্রস কেন এতো খরচ
সংক্ষেপে হোক প্লিজ।
বলে ভেবে উত্তর পুরুষ ওই জমিটা বেচ্‌বো ঘোষ
বাঁচ্‌বে যে প্রেষ্টিজ॥
চিন্তা করে মনে ত্রাণ পেল প্রাণে
বিদেয় হলো আপদ।
খোঁজে তারপর নগদ স্থাবর
কোথায় কি সম্পদ।
শ্রাদ্ধের বাসরে কতলোক ধরে
প্রতিবেশী-বন্ধু-ইষ্ট।
ঘন্ট-ঝোল-ভাজা দই-মিষ্টি-গজা
দেখে সবে সন্তুষ্ট॥
টক শেষ হলে দই দিতে বলে
আর একটু বেশি।
বিদায়ের কালে অতিথিরা বলে
আমরা বড়ো খুশী॥
প্রাক্তন কর্তা আজকে প্রেতাত্মা
পেলেন প্রেতের ভোজ্য।
মুখে হাসি চোখে জল অসহায় টলমল
এইতো শেষ ধার্য॥
এ-ভূরি ভোজ দেখে প্রেতাত্মা ভাবে দুঃখে
এতো আদর ভূ-লোকে।
হেথা দেহী ছিলাম যবে এর একাংশ পেলে তবে
ইহকাল যেতো সুখে॥

০ ।১১৫ । ৯২ ইং

# বেগম সাহানা

সিরাজ মিয়াঁর
নব পুত্র-বধূ
বেগম সাহানা,
কোমর ঘুরিয়ে
দেখলো আমার
দু-চোখে বাহানা।

ওদের পুকুরে
মাছ ধরি রোজ
আজও ধরছি,
শিঙির কাঁটায়
বিষ-যন্ত্রনায়
বসে কাতরাচ্ছি।

দৌড়ে এসে সানা
আহত অঙ্গুলিটি
নেয় তুলে মুখে,
শোষে নেয় বিষ
মধুর সোহাগে
মরমীর দুখে।

পুকুরের ঘাটে
চেয়ে থাকি তাকে
লজ্জা কোথা রাখে!
অবনত শিরে
চেয়ে থাকে জলে
হাসি চেপে মুখে।

জলের ভেতরে
এক জোড়া ছায়া
কাঁপে পুলকে,
সেই মিষ্টি ছোঁয়া
করেনি পৃথক
জল আর প্যানিকে।

দেখলো সিরাজ
কি ঘটলো আজ
সহৃদয়ে বলে,
এ-বেটির প্রাণ
করে আন্‌চান্‌
কেউ কষ্ট পেলে।

*

২৩।৮।৭০ ইং

# আতর আলী

আতর আলী,

তুমি আর তোকার বউ দু'-জনে মিলেমিশে

পাট খেত ধান খেতগুলো নিড়িয়ে দিতে ;

দূর থেকে সবাই দেখতো—

আমি তোমাদের কাছে বসে থেকে

দেখতাম তোমার সদ্য বিয়ে করা বউর

হাসিমুখখানা।

অবাক হয়ে দেখতাম ! খা-খা করা রোদে, এতো কষ্টেও

ওর হাসির অজস্রতা !

মাঝে মধ্যে তোমার ধমক খেয়েও সে যে তার

হাসি থামাতে পারতোনা।

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে কেমন সুন্দর দেখাতো তাকে।

দেশের চুরি-ডাকাতির আতঙ্ক, নোংরা রাজনীতি,

উসকে দেয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষময়তা,

এতো অভাব অভিযোগ- তাকে স্পর্শ করতে পারতনা।

সুখ সাজ-পোষাক, বিলাস দেমাক

ও-সবের ধার ধারতোনা সে।

শুধু হাসি আর হাসি—এক অপূর্ব মায়া ওর দু'চোখে।

বদনা থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে লওয়ার সময়

ও আমাকেও পানি সেধেছিল।

আমি ওর মুখ পানে তাকিয়ে নিষেধ করতে পারিনি !

সেও আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল

যতক্ষন না ইচ্ছাকৃত বিলম্বে নিঃশেষিত হয়েছিল

আমার পানি পান করা।

আমি ভাবতাম, আমাদের দেবতারাও

এতো মরমী, এতো সুন্দর, এতো পবিত্র নয়।



১৮ | ৯ | ৬৯ ইং

# আগুন

আগুন—আগুন !
পোড়ে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে,
কি প্রচণ্ড লেলিহান শিখা !
সবাই আগুন আগুন বলে চেচাচ্ছে—
নেভানোর পরামর্শ আছে,
নেভানোর চেষ্টা নেই।
উষ্ণ শীতল বচসা,
আর্তনাদ, চিৎকার।
আগুন নেভাও, আগুন দিয়ে খেলা নয়—
এমন দুর্লভ উপদেশ-বানী
সহস্র মানুষের কলকোলাহলে একাকার হয়ে
নিরর্থক হয়ে গেল।
এক বালতি জল নিয়ে এলনা কেউ।
ভষ্ম স্তূপের ধোঁয়ায় দাঁড়িয়ে
অনেক কাপুরুষকেই উচ্চতর মন্তব্য
করতে শুনা গেল।

O ১১ | ৮ | ৯১ ইং

# রাজীব গান্ধীর স্মরণে

এমনি করেই-এ পৃথিবীতে
বলি হলেন কত দেব-দূতেরা
ভীতু কাপুরুষাশ্রয়ী অন্ধ উগ্রবাদের
ভয়ঙ্কর স্বার্থ দুষ্ট লালসায়।
ওরা সুগন্ধ ফুলের কুঁড়িতে বিষাক্ত কীট!
জোছনা ভরা নিশিতে ঝড়ের তাণ্ডব,
সূর্যোদয়ে ঘোর মেঘের উপদ্রব।
তবু চাঁদ হাসে, সূর্য উঠে আকাশে
উদ্যানে ফুটে গোলাপ গন্ধ রাজ
প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য নিয়মে।
অনুভব করেছি তোমার হৃদয়ের বার্তা,
উপভোগ্য অনাবিল মিষ্টি হাসি,
সহিষ্ণুতা সহানুভূতি
তোমার স্বদেশ-প্রেমের রূপমাত্র।
শোকাহত ভারতবাসীর সজল চোখ
উদ্দীপিত হয়ে উঠুক তোমার আদর্শে
নতুন প্রতিশ্রুতির মুষ্টি বদ্ধ দৃঢ়তায়।

C ২২।৫।৯১ ইং

# হৃদয় ধর্ম

যেখান থেকে বেদান্তের উঠেছিল ধ্বনি
ফিরে যাও ক্লান্ত পথিক,
কালের সেই ব্যবধানে
আধ্যাত্মের স্বায়ত্ব শাসনে।
পার্থিব ঐশ্বর্যে মেতে আছ খুব
হে গর্বস্ফীত,
তবু খুঁজে ফির সুখ!
হতাশায় ফিরে আস
দেখ ওই প্রকৃতস্থ হয়ে
সুখের অস্তিত্ব রয়েছে জেগে
—ত্যাগে নিরহঙ্কার—সেবায়
প্রেম ও ধ্যানে।
শান্তির সন্ধান বাহিরে নেই কোথাও
অবস্থান তার আত্মোপলব্ধিতে,
হৃদয়-ধর্ম মাহাত্মের
অকপট অনুশীলনে।

O

১৮ | ১ | ৯২ ইং

# সালাম

সালাম সাব সালাম।
কি যে দুনিয়া ছিল, কি যে হয়ে গেল
অপরাধীর কাছে অপরাধী হয়ে থাকি ;
এ রহস্যের কিনারা নাহি পেলাম ।
সালাম সাব সালাম ।।
ব্যথা ভরা বুক খানা আমার
হতাশার ছায়ায় মনের দুয়ার
হাত পেতে আছে যত নিমক হারাম
সালাম সাব সালাম ।।
বড় পদে বড় সেজে
কথা বলে ঘসে মেজে
ঊর্দ্ধে থেকে নীচু দৃষ্টি শকুনির মত
লজ্জা আর দুখে অবাক হয়ে গেলাম ।
সালাম সাব সালাম ।।
বিনা দুধে দধির কারবারী
টিকবেনা ভাই এই জোচচুরী
পুঁজি ছাড়া পন্য ফোর টুয়ান্টি
জেনে শুনে চোখ বুঁজে রই'লাম ।।
সালাম সাব সালাম ।।
হরেক রকম মাল এ বাজারেতে
দেখুন নতুন এ-চিড়িয়াখানাতে
কত বিষ দাঁত কত যে কৌশল
মিঠে বুলি, নকল হাসি দু'চোখে দেখলাম ।।
সালাম সাব সালাম ।।

*  ১৯ । ১ । ৯২

# স্বপ্নে দেখা দাদা ও বৌদি

( ক )

ওগো স্বপ্নে পাওয়া বৌদি
হাত ধরে নিয়ে আমাকে-
কি করুণ দৃশ্য তুমি দেখালে।
ওগো দুঃখিনী সজল নয়নী
সব হারিয়ে হারিয়ে গেছো নিজে
বোবা হয়ে গেলে তুমি
বেদনার বিষম আঘাতে
কইলে কথা নয়নের জলে।।
তুমি পুত্র হারা জননী
ছিলে অট্টালিকা বাসিনী
সে বাড়ী আজ সাগর তলে
তোমায় সান্ত্বনা দেব কি বলে।।
দুঃখ হয় কেন গিয়েছিলাম—
তোমাদের ওই দ্বীপে দীন আবাসে,
সব কিছু বলে মুক্ত চাইলে,
কেন দাদা গাইল দুঃখের গান
সখেদে আঁখি রাখি সমুদ্রকল্লোলে।।

*

---

টীকা: ১২ | ৪ | ৯০ ইং রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা কোন এক বৌদির আপ্যায়ন ও তার প্রদর্শিত তাদের বাসস্থানের করুণ ধ্বংসস্তূপ অবলোকন শেষে—এই রচনাটি।

( খ )

কে আমাকে এমন করেছে।
আমার ছিল রূপ ছিল দেহ,
সুন্দর বড় প্রিয়
—ওই পাকা বাড়ীখানা
সাগরতলে ডুবে রয়েছে ॥
আমার বাহুতে ছিল শক্তি
মনেতে ছিল কত উচ্ছলতা
অবসরে বসে বাজাতাম বাঁশি
একটি ঝড়ে কি যে অভিশাপ
আমার জীবনে নেমে এসেছে।'
এ যে আমার দু'বাহু ভাঙ্গা
বেঁক আছে দেখো কটি খানা
দেখো ভাই, আমার আজ শক্তি নেই
কুঁজো হয়ে চলি ! প্রতি নমস্কার জানাতে
বিধি আমায় অক্ষম করে রেখেছে ॥
ঐ দেখো তোমার বৌদি—
দুই চোখে তার অশ্রু ধারা
সে যে তার প্রিয় পুত্র হারা
জোর করে অধরে ফোটায় সে হাসি

১২ | ৪ | ৯০

জল ভরা নয়ন তার তেমনই আছে ।।
গাইত সে গুন গুন সাগর পানে চেয়ে
আমার বাঁশির সুরে সুরে অঙ্গ দোলায়ে
আজ নেই সেই পাকা বাড়ী, নেই জানালা,
নেই সেই ছেলে খেলা হ'তে ফিরে
মায়ের আঁচলে যে মুখ মোছেছে ।।

⁂

টীকাঃ উপরোক্ত গান খানি ১২-৪-৯০ ইং তারিখের স্বপ্নে দেখা কৃষ্ণবর্ণ আমার নিঃস্ব দাদা গেয়েছিলেন, আমি তা সজল নয়নে শ্রবন করেছি। আমি তা লিখে রেখেছি মাত্র। কেন ঐ অজানা দ্বীপ-ভূখণ্ডে গিয়েছিলাম, জানিনা। তাদের বর্তমান নাম মাত্র আবাসের চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে অপাড় মহাসমুদ্র। স্বপ্নে দেখা বৌদির পাকা ঘড় বাড়ি গ্রাস করেছে ঐ দুধর্ষ সমুদ্র স্বপ্নের মধ্যে বৌদিই নিয়ে যায় আমাকে সেখানে।

# ভুলেই গেছি

ভুলে গেছি পুকুরে অবগাহন,
ব্রাহ্ম-মূহুর্তে গাত্রোত্থান, ব্রাহ্মস্নান
পূজোর পুষ্প চয়ন।
তুলসী তলায় ধুপ দীপ জ্বেলে
সন্ধ্যায় আরতী করতাম।
ভুলে গেছি ভীষ্মের শরশর্যা
সীতার সকরুন বনবাস,
চন্দন, আম্রপল্লব বিল্লপত্র, পঞ্চগব্য
বৈষ্ণবব্রাহ্মন-সেবা,
সংকীর্তন নাম।
ভুলেছি জবাকুসুম স্তোত্র
পঞ্চসতীর পুণ্য নাম,
নত শিরে প্রাতঃ ভূ-স্পার্শ
করজোরে সূর্য প্রনাম।
ভুলেই গেছি—
শেষ রাতের শুকতারা দেখে
পড়তে বসা,
পরীক্ষার ভয়ে মৃদু বুক কাঁপা,
শুভ্র শুদ্ধ ধুতি-জামা,
কাঠের খড়ম পরতাম।
পাদুকাহীন পদে ক্লেদাক্ত পথ চলা
গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসা
পথের শেষে—
বিরাট মাঠ ভর্তি
সবুজ ধানের শীষে

ছুঁয়ে যাওয়া বাতাস,
কাঁপে পুলকে পুরনো কুলের গাছ
তারই ছায়ায় বসে
কতশত ভাবতাম।
ভুলে গেছি আজ—
আউশ আমনের ধানি জমি
জঙ্গল ভর্তি তার উর্বর মাটি,
প্লাবনের আকস্মিক আক্রোশে
সাফল্যদের নি শব্দ হাসি.
কলমী লতার দুরন্ত সাঁতার ;
মাঠের লক্ষ্মী এলনা গৃহস্থের বাড়ী
ঘাটের কোষা নৌকুখানি এল ফিরে ঘাটে
শূন্যতার বেদনা লয়ে,
মায়ের চোখের জল—
জলে ভেসে যেতে দেখলাম।
ভুলে গেছি—সেই গ্রাম গুলি
দুর্ভিক্ষের শাসানিতে কাঁদে
কবরের ডানে শ্মশানের বাম।
ভুলেই গেছি—
ধূলিমাখা দেহে খেলার পরে—
বাবা মার ভয়ে
আত্মগোপন, মিনতি,
ঘনায় ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ;
ভেতর বাড়ীতে না ঢুকে
বাহির বাড়ীতে ঘুরাঘুরি।
স্পর্ধা — ঔদ্ধাতক অপরাধ বুঝতাম।

ভুলে গেছি—
রেড়ির তেলের সন্ধ্যা-দীপ-শিখায়
ক্লান্ত চোখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়া,
বাবা এসে জিজ্ঞেশ করতেন,
সাড়ে বার গণ্ডায় কত কড়া ?
মনে মনে কড়া কিয়ার লাইন পড়ে
সভয়ে উত্তর দিতাম।
ভুলে গেছি—
নিস্তব্ধ দুপুরের খা-খা রোদে
আম, জাম আর কুলের সন্ধানে
কখনো-এ-বাড়ী ও বাড়ী—
এ-গাছ ও গাছের তলায় ঘুরা ফেরা
কখনো ছায়ায় বসে পরতাম।
ভুলে গেছি—
তাল কদলী কাঁঠালের পিঠে,
সন্ধ্যা-খেঁজুরের রস, তোয়াগ মাখা চিড়ে,
নলেন গুড়ের সন্দেশ,
আষাঢ়ের কই, ভাদ্র মাসের কচুরি,
আমের আমসত্ব, চিংড়ির মুড়ো ভাজা
নারকেল চিংড়ির মালাইকারী,
আগে কত কিছু জানতাম।
ভুলেই আছি—
মাছ ধরার নিভ্য আনন্দ
কতনা কৌতুহল
কতনা আয়োজন ;

রোদ মাখা শীতের প্রভাতে
সযত্ন তৈল মর্দন
গরমে ডাব পেরে খেতাম।
ভুলে গেছি—
মার সঙ্গে বসে তরকারী কাটা
পঞ্চাধিক পদ রন্ধন শেষ না হতে
মায়ের দেয়া মাংস চাখা থোরের মোচা
ইলিশ শেদ্ধহাতে লয়ে পালাতাম।
ভুলে গেছি—
বিয়ে বাড়ীতে পরিবেশন কার্যে
উৎসাহের ডানায় উড়া,
কুঞ্জবনে গ্রামের কনে
বুঁজে রাখে সলজ্জ আঁখিজোড়া
সবাই মিলে কতযে হাসতাম।
ভুলেই গেছি —
শীতের সকালে রোদে বসে খাওয়া
সরপড়া বাসি মাছের ঝোল
কিংবা চিতল পিঠে অথবা চিরে খেজুরের গুড়
নারকেল কোড়া
কত যে খুশী হতাম।

৩১ | ৪ | ৮৭

## পৌত্র শুভজিৎ চৌধুরীর দ্বিতীয় বার্ষিকী জন্ম দিনে শুভাশীর্বানী

দাদু,

অনন্ত কালের স্রোতে এলে ভেসে
বিধাতার অমোঘ নির্দেশে,
ভিড়ালে জীবন ভেলা
এ ক্ষুদ্র নদী-মোহনায়।

দুরন্ত হাওয়া বইছে বেগে
সশব্দ বজ্র গগনে জাগে
উদ্দাম তরঙ্গ নাচে আক্রোশে
এ নব পরিচিত ঠিকানায়।

তরণীর হাল ধরো সাবধানে
নির্ভয়ে এগিয়ে যাবে মঙ্গল ধ্যানে,
নতুনের ইঙ্গিতে শুরু হোক সংগীত
আসুক স্বস্তি পুরনো দুর্ভাবনায়।

ওই এল বলে আমাদের ডাক—
অস্তগামী সূর্য নিকম্প নির্বাক!
উড়ে নীড়ে ফেরা পাখীর মত
বিদায় লব এই ক্ষন-বাস আঙিনায়।

দাদু,

নেই কোন মোহ নেই প্রতিবাদ
দুই হাতে কোরে যাই আশীর্বাদ
ছড়িয়ে পড়ুক তোমার জীবন-রশ্মি
ভু-লোকের সকল সীমানায়।

O ৯।৫।৯১ ইং

# সময় কথা বলে?

অবিরাম বর্ষন
বর্ষা যেন আজ
উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে।
ঘুট ঘুটে বিশ্রী অন্ধকারে
মধ্য রাতটা ভয়ানক রূপ!
প্রমান আর রইলনা কিছুই,
ধোয়ে মোছে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব
ওই স্রোতস্বিনীর তরঙ্গ চঞ্চল বুকে,
চিহ্নিচহ্ন হ'ল দ্রাবিড়ীয় কর্ম কাণ্ড!
সদ্য রক্ত মাখা হাতিয়ারটি এখনও হাতে
সময়ে সেও ফাঁস কোরে দিতে পারে
ফেলে দিলাম তাকে গভীর জলের তলায়
আমাকে নিশ্চিন্ত কোরে ও ঘুমিয়ে থাকুক সেখানে।
হাত দু'টুকে পরিষ্কার করা ধোয়ে ফেলার আগে
আসল প্রমানটাকে পুঁতে রেখে এসেছি অনেক দূরে!
কিন্তু আজও নিজেকে মুক্ত অনুভব করতে পারছিনা কেন?
কেন এই অধীরতা, কোথায় গেল শান্তি!
কেন প্রায়ই চমকে উঠি?
মনে যে ভয় আছে, সন্দেহ আছে,
আছে অপরাধ বোধ! অতীতের প্রতি ঘৃনা।
না, আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা নিজেকে
আর আগামীকে।
কে যেন আড়ালে থেকে নিঃশব্দে নিপুনভাবে
সবের ছবি তুলে রেখে
শুধু সময়ের অপেক্ষা করছে।

O

১০।৬।৯১ ইং

# চুমকি

সারাদিন বৃষ্টি
ঢল ঢ'লে বন্যা,
গান গায় চুমকি
রসবতী কন্যা।

ঘরে বসে গায়
চোখ মেলে চায়
ঐ হাসে চপলা
জলধর গায়।

রিম ঝিম বৃষ্টি
তাল-রাগ-লয়
হৃদয়ের সুরে
ছন্দোবদ্ধ হয়।

গানখানা শুনে
মুগ্ধ হল খান্না
বিয়ে করে তাকে
কোথাও যান্‌না।
মেঘ এসে খেলে
চাঁদটাকে ঢাকে,
দু-জনার চোখ
দু-জনার চোখে।

মাঠ-নদী- দীঘি—
জলে পরিপূর্ণা
চুমকি অন্তঃসত্ত্বা
আনন্দের বন্যা।

তরী বেয়ে খান্না
দূরে ভাড়া যাবে
আবার কবে যে
দেখাদেখি হবে।
আমার বেটার নাম
রেখো তুমি মুন্না
খুশী ভরা মনে
বলে মাঝি খান্না।
'শীঘ্যির ফিরা আইও
থাকুম পথ চাইয়া,
বলে ছিল চুম্‌কি
ঘোমটা সরাইয়া।
দিওনা বিদায় তাকে
চুমকির প্রান বলে,
দিতে হল বিদায়—
দু-চোখের জলে।
দূর গাঁয়ের ঝিলে
ক্লান্ত মাঝী খান্না
নৌকো বেঁধে পাড়ে
বসায় সে রান্না।
বিষধর সর্প
বিল থেকে উঠে
দংশন করলো যে
খান্না মাঝীর পিঠে।
অন্তকালে স্মরন করে
হত ভাগা নাইয়া-
'শীঘ্যির ফিরা আইও
থাকুম পথ চাইয়া'।



১ | ৭ | ৯৩ ইং

# অভেদ্য দেবত্ব

মাগো, তুমি এসো ভাল কথা
অসুর সঙ্গে এনোনা।
সাথে সে আসে যদি
অসুর পূজা বন্ধ হবেনা।
কবে সে বিনাস হ'লো
সঙ্গে কেন আবার আনা?
মানিনা মা কোনো যুক্তি—
পুরাতনী যাই বলনা।
তুমি তাকে বধ করেছো
দেবগণের সমর্থনে,
অস্ত্র বহু দিয়েছে তোমায়
একতাবদ্ধ দেবগণে।
মর্ত্যের অসুর বধ হ'বেনা
দলবাজিতে বিধ্বস্ত ঐক্য;
অসুর পোষে দলীয়রা
ওদের গদিমাত্র লক্ষ্য:
এই অসুরদের বিরুদ্ধে
নালিস তোমার সেরেস্তাতে,
চারযুগের বকেয়া মামলা
পারলেনা মা শেষ করতে।
আমরা যেই তোমরাও সেই
রইলোনা আর ভেদ
স্বর্গ-মর্ত্য এক করেছো
দেবত্বে লাগলো ক্লেদ।

□ ১৯।২।৮৭ ইং

# আজও কাঁদে দ্রৌপদী

মর্ত্য-ধূলোয় আগলে রাখা স্বপ্নে
তন্দ্রিত-পাঞ্চালী।
ক্ষণে ক্ষণে চমকায় বিজলী!
আচ্ছাদিত শকুনীর মুখে
খল্‌খল হাসি.
চমকে উঠে দ্রৌপদী।
বাঁধতে চায় ঘর—
এ কালের দ্রৌপদীরা
করুণ রুদ্র রস মুখর
কুরুক্ষেত্র থেকে দূরে
অকুটিল, অকুটিল কোনও
নিঝ'ঞ্ঝাট দীন-কুটিরে।
তবু নিস্তার নেই—
সহাস্য ক্রুঢ় দুঃশাসন
ঝাপটি ধরে তার কেশ বেনী
টেনে এনে ফেলে একালের দুর্যোধনদের
ভয়ঙ্কর উপভোগের আড্ডায়
নিমেষে উলঙ্গ করে ফেলে
সেকালের ত্রাতা শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপহীন
নিস্পৃহতায় অথবা একালের --
লম্পট শ্রীকৃষ্ণের অদৃশ্য মদতে।
এ খেলা চলছে আজও
বড়ো নির্মম দৃশ্যান্তরে।
মহাকাব্যে ধিকৃত ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধন-দুঃশাসনরা
স্ব-চরিত্রে বেঁচে আছে আজও
বধূ হত্যার জ্বলন্ত চিতার সাক্ষী
একালের কোন কোন স্বামী শাশুরী-শ্বশুর-
ননদদের মধ্যে।

□

১ | ৯ | ৯৪ ইং

# সিন্ধু

দূর দিগন্তে ওই নেমেছে আকাশ
দীপ-শিখা সম চমকায় বিজলী,
সিন্ধু তাকে দু-বাহু বাড়িয়ে
শঙ্খ নাদে দেয় অঞ্জলী ।।
পড়েছে ঐ মেঘের ছায়া সাগরের বুকে,
কি উন্মাদনায় নাচে ঊর্মি কিযে পুলকে ;
সৃষ্টি ও লয়ের এক মহা উচ্ছাস
তারই বুকে অস্ত রবি ওই উঠে জ্বলি ।।
তারই চঞ্চল কোলে দোলে জাহাজ দোলে
তরীগুলো ভয়ে ভয়ে চলে কূলে কূলে
ঐ নামিল ঝড় পাখার কঠিন ঝাপটায়
নিমেষে শত প্রান হল নিস্প্রাণ
সমূদ্রের রুদ্র-রোসে, ঝড়ের কুণ্ডলী ।।
আবার দেখি ধ্বংসের পাশাপাশি
তীরে তীরে কত ফসল রয়েছে হাসি,
কত কলকারখানা উঠেছে গড়ে
শান্ত সাগর দিল সব যত ক্রোধ ভূলি ।।

O ৩১।১।৯০ ইং

# ভাইয়ের রক্তে ভাই

দাগী দস্যুদের ভয়ে
অভাগী মা আমি পূর্বালী
পাঠালাম সন্তানদের আমার
ওদের মাসির বাড়ি
বেঁচে থাকতে নিরাপদে,
ভুলে যেতে দুঃখ ছিন্ন মূল জীবনের
ভায়ে ভায়ে অভিন্ন বাসে।
ব্যথিত ভারতি-দির চিঠিতে জানলাম—
নিত্য ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া চলে
একে অন্যের শত্রু হয়ে উঠেছে—
পৃথক পৃথক দীক্ষাগুরুর-রুদ্ধ কক্ষে
বীজ-মন্ত্রের ভয়ঙ্করী দুঃসপ্নে।
স্নাত হচ্ছে ভায়ের রক্তে ভাই!
ভেবে ভেবে কাটছে আমার দিন—
নির্বোধ আমার ছেলেগুলি
অনর্থ স্ববংশ নাশ শক্তিক্ষয়
আর মিছেমিছি কালক্ষেপন করছে।
সুবিধা ভোগ করছে চির শত্রুরা
এতোদিনের অপব্যবহৃত শক্তি ও সময়
বৃহত্তর হয়ে উঠতে পারতাম।
এ—ভ্রান্ত পথে মূর্ত হবেনা কভু
স্বপ্ন আমার স্বপ্ন ভবিষ্যতের।

০ ১৩ | ৮ | ৮৯ ইং

# ক্ষমা করো কবিতা ক্ষমা করো

ঋষির মানস কন্যা তুমি
জন্ম তোমার সুদূর অতীতে
তুমি অনন্ত যৌবনা
অনন্ত কাল ব্যাপী
চল্‌ছো কালের পথে
—কাল হ'তে কালান্তরে,
কালের বিচিত্র পথে
শতরূপে রূপান্তরে। ... ... ...
আজও আঁকছি তোমার রূপে রূপে
সে চিত্র কোথাও অসম্পূর্ণ
কোথাও বিকৃত
অক্ষম প্রচেষ্টা অব্যাহত তবু।
সুযোগ্য সুশোভিত আসনে
পরিপূর্ণ সারস্বত রূপটিকে তোমার
দেখিনা কোথাও কোন শিল্পীর তুলিতে
এ—ব্যর্থতা লজ্জা __র সদা
আত্মতুষ্ট নির্লজ্জ অক্ষমতাকে
ক্ষমা করো কবিতা, ক্ষমা করো।

*  ১৯।২।৯৫

---

১৯-২-৯৫ এ 'ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় পঠিত হয়।

# জিজ্ঞাসা

বুঝিনা মা এই মানসাঙ্ক—
তোমার আগমনী বার্তায়
সন্দেহ-সংশয় জাগায়
চারিদিকে শুধুই আতঙ্ক।
অকাম্য রাজনীতি, ব্যর্থ প্রশাসন
অশ্লিলতা মা-বোনের ডানে বাঁয়
চায়না পিছু পুরুষ পালায়
—বিপন্ন নারী-কণ্ঠ করি শ্রবন।
চাঁদা আদায়ে হিংস্র লাম্পট্য—
বলো মা, কি করে তা সহ্য করো
মানুষের প্রান কাঁপে থরো থরো
বলো, তুমি না ওরা কে আজ অকাট্য।
আগে কোন দিন কভু ছিলনা এমন—
গুনীর সমাদর, নারীর সম্মান
বয়স্কে সম্ভ্রম ছিল-নীতিজ্ঞান
দুষ্টুরা হতো দমন।
আজ দলবদ্ধ শয়তানের হয় মুখ রক্ষা
ভদ্র স্বল্পভাষী সংযমীরা মূহ্যমান হতাশায়
বলো, উচ্চমন বেঁচে থাকবে কোন ভরসায়
সত্যোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যাদের জীবন দীক্ষা।

*                    ১১ | ৫ | ৬১ ইং

# দাদুর চেয়ার

জমিদার ঠাকুর্দার শৌখিন, খানদানী
শিল্পাভিজাত বিশাল কৃষ্ণাভ চেয়ারখানা
একই পরাক্রমে ছিল পিতার আমল পর্যন্ত।
জমিদারী-উত্তর পুরুষ আমি এর উপযুক্ত নই বলে
এর সদ্ব্যবহার ছিলনা।
সদীর্ঘ-কালব্যাপী অনাদর অবহেলায়
ধূলো-মলিন হয়ে পড়ে থেকেছিল
বৈঠকখানার এক অন্ধকার কোণে।
—বিনম্র অভিবাদন হীনতার অস্বস্তি
এবং উইপোকার কবলে
আভিজাত্যের সঙ্কট মুক্তি পেতে
অস্থির হয়ে পড়েছিল
ইঁদুরদের দন্ত চর্চার সমারোহে।
নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা আমার গৃহিনী
সবিশেষ উৎসাহ ও প্রসন্ন চিত্তে
ওকে নিয়ে এলেন জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাতে।
বাড়ি ফিরে এসে এদৃশ্য দর্শন অবধি
একটা মনস্তাপ আমাকে
সর্বদা কুঁক্‌ড়ে খেয়ে চলেছে।

১৭।৮।৬২ ইং

# কালের ধূলি

□ এ সন্ধ্যায় কেন ঘন ঘন
পুকুরের ঘাটে ?
ভাবছ, আমি কিছুই দেখিনা-
কিছুই বুঝিনা ?

□ বাঃ বাঃ হঠাৎ দেখছি—
কপাট খুলে গেল !
খাবার থালাটা যখন পাতে আসে
তখন খিলটা মুখে এঁটে রাখ কেন ?
খেতে খুব ভাল লাগে, তাই-না ?
নিজে চলতে নড়তে পারছোনা,
অন্যকেও সহ্য করবেনা। বলি কেন ?

□ চুপ করবে ?

□ কেন চুপ করব ? মনে নেই ?
নিজের কত বয়সে
ঘরে এনেছিলে আমাকে ?
বৃদ্ধ হয়েছো !
স্বাদ—আহ্লাদ তোমার না থাকতে পারে—

□ বলছি, চেঁচিওনা।

□ তুমিও চেঁচিওনা। অক্ষম হয়ে পড়ে রয়েছো-
তেজ দেখিওনা।
একমাত্র ছোট মেয়েটি আঁচলে করে এক মূঠো
মুড়ি খেতে খেতে পাশের বাড়ী থেকে এল।
মা-বাবার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

●

# তাই তুমি অপরাধিনী

তসলিমা।
এক তরফা ইসলামী ফতোয়া
দৈহিক শক্তির সহিংস্র উপভোগ
বিপরীত লিঙ্গের বেপরোয়া খেয়াল
তোমার বড়ো অপছন্দ!
তাই তুমি অপরাধিনী।
মধ্যযুগীয় অন্ধকার
অবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ
স্বার্থ-দুষ্ট মোল্লাতন্ত্র
সমাজ-সংসারে অনৈতিক আবদার
গতানুগতিক কূপমণ্ডুকতা
তোমার বড়ো অপছন্দ।
তাই তুমি অপরাধিনী।
পুরুষ-নিয়ন্ত্রনে আবর্তিত
আনন্দ-বেদনা, মর্যাদা-অমর্যাদা, ধর্ম-অধর্ম
পরিবার সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবন-রূপরেখা!
তুমি তা' মানতে নারাজ
তাই তুমি অপরাধিনী।
নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা
পুনরুদ্ধার করতে চাও
নিজের ভালবাসাকে নিজ হাতে রূপ দিতে চাও
দাবী করো নারী পুরুষের
সমানাধিকার।

তাই তুমি অপরাধিনী।
নিজেকে বিস্মৃত হতে চাওনা
বাঁচতে চাও একান্ত ভাবে
স্বাতন্ত্র্যবাদী জীবন মাহাত্ম্যে
ভদ্র-মনের সঙ্গিনী রূপে মুক্ত বায়ুতে
তাই তুমি অপরাধিনী।
ঝড় উঠেছে তোমাকে নিয়ে
সংবাদপত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি
তীরের ভেতর অদৃশ্য তীর
বন্ধু,-প্রতিবেশী-আত্মিয়দের মধ্যে
উষ্মা, যুক্তি, বিবাদ !
থানা-পুলিশ ব্যস্ত সমস্ত।
আইনতর্কে নিমগ্ন আদালত
বিদেশী চাপ ! রাজনীতি-দিশেহারা !
সংস্কার—টংস্কার ঘোষনায়
কী গোল বেঁধে দিয়েছো বিশ্বময় !
হাদিস্, কোরান, গীতা—বেদ
সব বেড়িয়ে এসেছে
বাক্সবন্দী অন্ধকার থেকে
কী জবরদস্ত ওদের মিছিল !
শিরশ্ছেদের বিচার করবে মানুষ
মানুষের তৈরী কোন হাদিস বা গ্রন্থনয়।

O ১১।৮।৯৪ ইং

# কবি জায়া প্রমীলা নজরুল

দেবী !

তুমি কি কোন দিন কোন কথা বলোনি ?
তার বিস্তৃত বিবরুনী কেউ তো কিছু লিখেনি ।
ব্যক্তিত্ব তোমার স্থির হয়ে বসে আছে দু-চোখে
সহজ হাসিটি তোমার ম্লান হয়ে গেছে দুঃখে ।
কী যে দুঃখ-অভিমানে আজও তব অশ্রু ঝরে
ভুক্তভোগী বিনে এজগতে কেহবা বুঝে কারে ।
কবিকে নিয়ে মাতামাতি সবাই করি অহর্নিশ
তোমার বেলায় সবাই নীরব দেয়নাগো হদিশ ।
দুর্লভ ছবি তোমার দেখি বা কখনো কবির পাশে
সদা বিমর্ষ দেখি তোমায় হতাশার করুণ-গ্রাসে ।
দুর্জয় আবেগে কবিকে জড়ালে প্রেমের বন্ধনে
দু-পায়ে দলে 'সম্প্রদায়-বিষ' সবকে আপন জ্ঞানে ।
কবির কবিত্বের জ্যোতি জ্বলিছে নিতি তোমার প্রদীপে
এ-কাব্য গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী তুমি কবির আজন্ম তপে ।
অপরাধী কেউ তোমায় দুঃখ যদি দিয়ে থাকে—
ক্ষমা করে দিও দেবী, কবি ভক্ত এ-আবেদন রাখে ।
ভালবাসার পাশে অভিমান সগর্বে বাস করে
তার সাথে ক্ষমা মমতা লুকিয়ে থাকে অন্তর জুড়ে ।
তোমার হৃদয় কাননে কবির চির-শান্তির নিশি
সেখানেই প্রথম বেজে উঠেছিল মধুর অমৃত বাঁশি ।
তুমি গরিয়সী, মহীয়সী তাঁর সম্রাজ্ঞী-মমতাজ,
তোমার সোনার কাঠির পরশে নজরুল কবিরাজ ।
কবির অনবদ্য সৃষ্টি কতো ভাবনার কলি ফোটায়
কবি মন গড়েছো তুমি হৃদয়ের অমৃত-ধারায় ।
তাই তুমি অমর, পবিত্র-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
কাব্য তপস্বী জানায় প্রনাম তোমার পূণ্য কবরে ।

৭ । ৫ । ১৯৯৬ ইং

# মধ্যবর্তিনী

আগের কথা আগেই শেষ হলো
শেষের কথা শেষ হতে চললো
মাঝখানের কথা মাঝে পড়ে
এলোমেলো হয়ে ঘুরপাক খায়
শেষ হতে পথ নাহি পায়।
আগে এসে আগে যায় চলে
শেষের সে চোখ ছল-ছলে
সেও ছোটে সময় নেই বলে।
মাঝের সে অবহেলায়
অসহায় নববধূ যেন চায়
শেষ চুম্বন আশায়—
বাসর-শয্যা ত্যাগ করার আগে
কিছু না-বলে চলে যাওয়া বরের প্রতি—
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি ছলছলে।
এভাবেই মধ্যবর্তিনী মধ্যখানে
রুদ্ধ দ্বার গৃহ-বাসে।

□

৯।১।৯১ ইং

# বন্দনা

তোমার জগত হ'তে যখন প্রভু
শেষ নিঃশ্বাসে লব শেষ বিদায়।
—আমার হেথায় চিহ্ন কিছু
রবেনা জানি, রবেনা হায়॥
পবনের বুকে রাখেনাতো লিখে
জন্ম মৃত্যুর কোন ইতিহাস
কিছু পশুপাখী তরু মানুষ
হয়তো দেখেছিল চিনেছিল
এখান থেকে তারাও হবেনা বিদায়।
কাগজ ছিঁড়ে যায় পাথর ভেঙ্গে যায়
হৃদয়ের ব্যথা মরমে কেঁদে যায়
ফিরে তাকাও প্রভু দয়া করে তাকাও
এপার ওপার করে তুমি তরী বাও
তোমার চরণে কি করে অধমকে রাখা যায়।
পণ্ডিতও হায় বিস্মরনে পড়ে ঢাকা
তপস্বী ভক্তদের পিষ্ট করে কালের চাকা
কখনো নদী নতুন পথে যায় ঘুরে
সাগর বুক ভরে কখনো বালুর চড়ে
চিহ্ন কারো রাখবেনা জানি এ-ভয়ঙ্কর খেলায়॥

□ ২১।৪।৯১ ইং

# স্মৃতি ও স্বপ্ন

ছিঁড়ে ফেল সীমার বাঁধন
সাময়িক সুখের স্পন্দন
খুলে যাক আগামীর আবরণ।
জীবনের পথে এগিয়ে যেতে
আঘাত যত লও বুক পেতে
অনেক দূর তোমার হবে যেতে।
বাধা পেতে পেতে নদী যেমন
ধীরে ধীরে সাগরে করে গমন
পরিচয়ে বাঁধে তাকে বিশাল ভুবন।
পেছনের স্মৃতি অন্তরে থাক
সমুখের স্বপ্ন গড়া হয়ে যাক
স্মৃতি ও স্বপ্ন জীবনকে জাগাক।

●

(আদর কাঙাল অপু যেদিন কোলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে যাত্রা করে যায়) (বারাসত, কলিকাতা)

২৮ | ১০ | ৯১ ইং

# নিষ্কৃতি প্রার্থনা

পৃথিবীর বিত্ত

ক্ষমতা

এবং সুখ

কুক্ষিগত করে রেখেছে

আত্মকেন্দ্রিক—অহংগ্রস্ত ও নির্মম

এক রাক্ষস-মণ্ডলী।

এখানে ওরা কখনো রাজা

কখনো পুরোহিত

কখনো ব্যবসায়ী

কখনো রাজনীতিক।

হে শুদ্ধাত্মা তরুনরা।

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ-কি নেই

যারা রাম-লক্ষন বা অর্জুন

অথবা অভিমান্যের মতো সিদ্ধধনুর্ধর ?

এই রাক্ষসদের বধ করে

কেউ-কি পারোনা

পূতনা বধ, কংস বধ, রাবণ বধ- হিরণ্যকশিপু বধ

ইত্যাদি বধের গৌরব এবং গন-আশীর্ব্বাদ

অর্জন করতে ?

পারনাকি আবর্জনা—দূষণ মুক্ত করতে

এই পৃথিবীকে ?

আজকের অসহায় মানুষের এটাই একমাত্র

আর্তি এবং আবেদন।

O ১৭।৯।৯০ ইং

# দর্শন

ঝড়—প্রচণ্ড ঝড় !
ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে
ভূপাতিত ঘর-বাড়ি বৃক্ষ-বনস্পতি
নীড় হারা পাখীর কিচির মিচির
মৃত একটি পাখীর—
ঘোলাটে ছুটি-চোখ দেখলাম।
সহস্র কুসুম-কলির অকাল পতন
দেখলাম করুণ-ঘন মহাধ্বংসের পাশে
নব সৃষ্টির কিশলয়গুলি
পুষ্প-পুলকে মেতে উঠেছে
ক্ষনজীবী অন্ধকার নিশি
জন্ম দিয়ে যায় রক্ত মাখা সূর্য শিশু

●

২৯ | ১ | ৮৯

# জন্মদিনে

প্রতিটি বরষে
একবার আসে
শীত ঋতু-'মাঘ'।
এমনি একটি মাঘ
বাজিয়ে শাঁখ—
এল হেসে হেসে
ঊনিশ-শ আটাশে
আমায় দিয়েছিল ডাক।
ডেকে এনে রেখে হেথায়
চুপি চুপি নিয়ে বিদায়-
পালিয়ে ছোটেছে
বিগতাভিমুখী কল্লোলিনী
ভাঁটার স্রোত-ধারায়।
কুয়াশা-বিভুষিতা মাঘে তাই
কি গোপন মায়াবী ইন্দ্রজালে
কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে
বার বার পেছন ফিরে চাই।
মহাকালের বুকে
জন্মদিনের সুখে-
সকৃতজ্ঞ যোগাসনে
খুঁজি স্রষ্টারে পেতে
মুখোমুখি দেখতে তাকে
অসফল জীবনে।

বঙ্গের সে দশম মাস
রেখে গেছে সুবাস কিছু
অস্তিত্বে আমার,
সুমুখে চলার পথে
সেই সুবাস-রহস্য
নির্জীব অনুভূতিকে
জাগায় বারবার।
অজ্ঞতার কারাগারে
রুদ্ধপ্রান ফুঁশে মরে
পাইনা বুঝিতে কিছু
কি যাদু সে সুবাসে
আমার আকাশে।

□ ১৮/১ | ৯১ ইং

# মুক্তির স্বপ্ন

চাইনা খণ্ড খণ্ড ভগ্নদেশ
চাই আদিম সামগ্রীক ভূগোল
অন্তর্সম্পর্কিত বিশ্ব-ইতিহাস।
চাই এক স্রষ্টা, অবিভক্ত পৃথিবী
একধর্ম —'মানব-ধর্ম'
এক জাতি, এক দেশ।
চাই বিশ্বময় সাম্য-মৈত্রী সংহতি,
সর্বময় আসন যার পাতা-
সেই ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি
তোমার আমার সকলের জননী।
বিলোপিত হোক সীমান্ত কেলেঙ্কারী
সর্বনাশা-যুদ্ধ, দারিদ্র্য, হিংসা
দূর হোক কূপমণ্ডুকতা, কৃত্রিম অভাব
মুনাফা, লুট, মজুদ।
উৎসাহিত ও অভিনন্দিত হোক—
মানব-প্রেম, সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের হোক জয়
বিশ্ব-প্রেমের অখণ্ড চেতনায়।

O ১১ | ৪ | ৯২ ইং

# বিদায়ের দিনে

মাগো, স্নেহ যেথা উদার করুণা ধারায়
আমার পুনর্জনম দিও সেই ঘরে,
আমার স্বপ্ন যেন নব চেতনায়
স্নেহের লালনে মধুর ছোঁয়ায়
মূর্ত হয়ে মুক্ত হ'তে পারে।
সয়েছি এজনমে শত পীড়নের ক্ষত
পরশ দিও মা বিশল্যকরনীর মত
পূর্ণ করগো যত অপূর্ণতা-
পরজীবনে গাইব মাগো
পূজিব জীবন-দেবতারে।
এ-জীবনের অন্তিম দিনে
হেরিব তোমায় সজল নয়নে
খেয়াপারাপারে উঠবো ভেলায়
তোমার মূরতি জপি জপমালায়
বিদায় লব মা এ সংসারে।

চ।    ৫।১১।৯১ ইং

# বিস্মৃতির ঊর্দ্ধে' কবি বিজন চৌধুরী

হাসিমুখে দিলে
অজস্র উপহার
বিচিত্র রচনায়
ঋদ্ধ কবিতায়।
দৃষ্টিকে আমাদের
নিয়েছো অনেক দূর,—
'পলাতক পাখীদের
নরম বুকের পালকে,
তোমাকে আজ খুঁজি।
জীবন ব্যাপী তুমি
এক নীরব সাধক,
সর্বজন প্রিয় বন্ধু
নির্ভীক পুরুষ,
পরশ্রীতে অকাতর
দুর্লভ সন্তোষ।
সবারে নিতে আপন করে
সার্বজনীন মনস্কতায়
তাই এতো ব্যাপ্তি সুন্দর
তোমার মনোজগত!
হারিয়ে যেতে পারবেনা কোনদিন
অনুরাগের হৃদয় কুটির হতে
আপন আলোয় রইবে উজ্জ্বল
পান্না-হীরে মনির মতো।

[বিজনদার মৃত্যু হয় ১৯/৮/৯২ ইং]

২৭ | ৮ | ৯২ ইং

খাণ্ডব-দহন হয়

তবে সান্ত্বনা কোথায় ?

তোমার মূল্য যদি

দুষ্ট কৃপন-হস্ত বদ্ধ

এ-তোমার অসম্মান নয় কি ?

তোমার মহিমায় যদি

কোন কপটতার দংশন

কি করে তা, মেনে নিই ?

তোমার জন্ম ও প্রজ্ঞা যদি

কোনও অবজ্ঞায় দলিত

তবে দুঃসহ ঠেকবেনা কি ?

□ ১৮ | ১২ | ৯৪ ইং

# কখনো কখনো

তুমি

কখনো বেদনা

কখনো সান্ত্বনা

কখনো মিত্র

কখনো অ-মিত্র

কখনো অভিশাপ

কখনো করুনা

কখনো হাসি

কখনো কান্না

কখনো বিরহ

কখনো মিলন

কখনো আশা

কখনো নিরাশা

কখনো আলো

কখনো আঁধার

কখনো গড়ল

কখনো অমৃত

কখনো ছলনা

কখনো মরমিয়া।

বলতে পারো মায়াবিনী,

তোমার আলো ছায়ার খেলায়

কোন কুহকী তোমার সাথে

বারবার আমায় জড়ায় ?

☐ ২৭/৪/৯১ ইং

# ক্ষোভ

এ-জীবন দুঃখে দুঃখে ভরেছে
নীরবে চোখের পাতা ভিজেছে
দুঃখ দিয়ে লেখা মোর ইতিহাস
কত রাত জেগে পড়লাম।
বুকের ব্যথা বুকে
অসহ ভার হয়ে
সান্ত্বনা খুঁজেছিল বলে
কেঁদে কেঁদে সে দিন তোমায়
সব কথা বলেছিলাম ।।
তুমি সে সব কথা নাকি —
বিশ্বাস করনি,
জানি, হৃদয় দিয়ে তা'
বোঝতে চাওনি
সে কথাটা আজই আমি শুনেছি—
আমার ললাট-লিখন
আমি মেনে নিলাম ।।
ফিরিয়ে নিলাম মোর সব অভিযোগ
আর নেই কোন দুঃখ নেই অনুযোগ
হৃদয় খুলে হৃদয়কে করেছি অপমান
আজ থেকে হৃদয়ের দুয়ার
বন্ধ করে দিলাম ।।

●

২১ | ৪ | ৯৪ ইং

# প্রানের মানুষ খুঁজি

আপন প্রানের সঙ্গী পেতে
প্রানের মানুষ খুঁজি।
দীর্ঘ পথের দু-পাশেতে
সন্ধান করি নিভৃতে যে
দেশ বিদেশের ঘরে ঘরে
চোখ দুটি মোর কৌতুহলী
ঘোরে ফিরে ক্লান্ত রোজই।
মাঝে মাঝে ভ্রম হয়ে যায়
ভ্রমনের শুরু কিংবা শেষে
যে ঘরে আজ পা-ফেলেছি
সেথায় বুঝি সব পেয়েছি
সময়ের মাঝ প্রাচীরে
মাথা ঠুকে রক্ত ঝরায়
গোপন আমার প্রত্যাশাটি।
এমন করে খুঁজে মরে
কতো জীবন যুগ ধরে
কাল-স্রোতে কাল ভেসে যায়
ব্রহ্মাণ্ড যে পালটে যায়
আমিত্বের আমিটাও
নিমেষে সে হারিয়ে যায়।

৭ | ১ | ৯৫ ইং

# নজরুল

বিদ্রোহের চরম ভাষায় বলেছিলে
ভগবান বুকে এঁকে দেবপদ-চিহ্ন!
সেই দোর্দণ্ড মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তিত্ব
এক মাত্র তুমিই।
এই অভূতপূর্ব নির্ভীক প্রতিবাদ
নতুন দৃষ্টি করেছে সৃষ্টি
সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—।
কালবোশেখি-ঝড় সৃষ্টির শেষে
হে রনক্লান্ত বীর
বিদ্রোহের হিমাদ্রি শিখর থেকে
আকস্মিকভাবেই অবতরন করে
শান্ত স্নিগ্ধ সিন্ধুর মতো স্থির হয়ে
প্রেম ও গজলের অপূর্ব রাগিনীতে
যাদুর সেই সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে
সে—তুমিই।
মোহাম্মদের স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর ধ্বনি
এবং শ্যামা সংগীতের অন্তর দ্যোতনায়
ভক্তি মার্গে সাধক কবি
একমাত্র তুমিই।
হে বিরাট প্রাজ্ঞ উদার পুরুষ
সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্বেদনায় মর্মাহত
একমাত্র তুমিই।
সাহিত্য ও সংগীতের কল্পতপোবনে

ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ করেছো

বাস্তবতার ধূলি-ঝড় তোলে।

দেশপ্রেমের দায়ে কারাগারে

উৎপীড়িত কবিমানস এবং

থরথর মেদিনী কাঁপা—আকাশ ফুঁড়ে উঠা

মহাবিস্ময়-চির উন্নত তব শির

আজও অপ্রতিরোধ্য জীবন-বীজ।

□ [illegible] ৪। [illegible]০ ইং

# বিশ্ব হোক আমার দেশ

চাইনা খণ্ড খণ্ড ভগ্ন দেশ
চাই—আদিম ভূগোল
অন্তর্সম্পর্কিত বিশ্ব-ইতিহাস
চাই এক ঈশ্বর, অবিভক্ত পৃথিবী
এক আকাশের নীচে
এক জাতি এক দেশ।
চাই বিশ্বময়-
সাম্য-মৈত্রী-সংহতি,
বিশ্বব্যাপী পাতা আসনে
উপবিষ্টা প্রকৃতি—
তোমার আমার সকলের জননী।
বিলোপিত—হোক
সীমান্ত কেলেঙ্কারী
সর্বনাশা যুদ্ধ—করুণ আর্তনাদ!
এ-খণ্ড ও-খণ্ডের লুকোচুরী খেলা
অবৈধ নাগরীকত্ব, কুপমণ্ডূকতা
কৃত্রিম অভাব, মুনাফার লুট।
ঘুচে যাক সত্বর---
দারিদ্র্য, অতৃপ্ত মানব-প্রেম,
অখণ্ড মণ্ডল হোক মধুময়
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের হোক জয়।

□ ১১ | ৪ | ৯২ ইং

# বৃষের প্রেম

বাবার হুকুমে বাজার থেকে আনলো গিয়ে রবি
কৃষ্ণবরণ শান্ত এক দুগ্ধবতী গাভী।
জল দিয়ে ধোয় তার চারটি চরণ
ধান-দুর্বা-ধূপ-দীপেতে করেছে বরণ।
নতুন অতিথি এক এল পুরনো গোহালে
পুরনোরা চুপ্‌চাপ দেখে চোখ মেলে।
নতুন-গাভীর আনন্দে খেয়ে দেয়ে রাত্রে
ঘুমিয়ে পড়েছি সবে কাঁথা টেনে গায়ে।
ঘুম থেকে উঠে ভোরে শুনি মায়ের কাছে
[illegible]র বৃষটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।
নতুন গাভীকে গুঁতো দেবার অপরাধে
বাবা মেরেছেন তাকে পিট থেকে কাঁধে।
গোপনে গুঁতোয় তবু, সুযোগে অন্যরাও
নতুনের ঠাঁই নেই, সহ্য করেনা কেউ।
এ-ভাবে চললো দিন নিরুপায় গৃহকর্তা
রক্তক্ষরণে রক্তাক্ত গাভী অসহায় মাতা।
চেটে খায় রক্ত-ধারা উপশম পেতে
কি-দোষে এতো কষ্ট ভাবে সে দিনে রাতে।
একদিন দেখে সবাই অদূরের ঐ মাঠে
স্নেহভরে সেই বৃষটি গাভীটাকে চাটে।
বুঝি অনুতপ্ত বৃষ আপনার ভাষায়
কৃতকর্মের সে ক্ষমা-প্রার্থনা জানায়।

৯ | ৯ | ৯৪ ইং

# অনাবৃতা মা প্রকৃতি

স্তন-যুগল তার অনাবৃত
ব্যস্ত বারমাস,
গৃহস্থ বধূ করছে পালন
ব্রত উপবাস।
অনাবৃত অঙ্গ দেখে কারো
হয়নি প্রতিক্রিয়া,
মাকে এমন দেখছে ওরা
ভূ-মা-গগন ব্যাপীয়া।
দেখেছে তরু মরু গিরি নদী
পশু-পাখী ইন্দ্র-ধনু,
বিভুর আদি নিজ সৃষ্টি মাঝে
আবরন নেই কভু।
সুখ-দুঃখ-তাপ এলে মনে
স্পন্দন জাগে নয়নে
অখণ্ড বিশ্বের মুক্ত মূর্তি
মাকে দেখো বসে ধ্যানে।
তপোবনে তন্ময় তপস্বীরা
দিব্যজ্ঞানের শক্তিতে
শুনে ব্রহ্মাণ্ডের মূল সুর-ধ্বনি
অনাবৃত মহাবিশ্ব হতে।

৭ | ৪ | ৯৪ ইং

# মহারাষ্ট্রের ভূ-কম্প

কেউ কি ভেবেছিল ওই নিশিই ছিল ওদের শেষ নিশি !
কেউ কি ভেবেছিল ওই নিদ্রাই ছিল ওদের শেষ নিদ্রা ?
কেউ কি ভেবেছিল ওই নিশ্বাসই ছিল ওদের শেষ নিশ্বাস ।
একেবারে আশ্বস্ত ও অভ্যাস্ত নিশ্বাসে ঘুমিয়ে ছিল ওরা
কেউ কি ভেবেছিল ওই বিশ্বাস ওদের সর্বনাশ ডেকে আনবে
সারাদিনের কর্ম-ক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়েছিল যে শয্যায়
কেউ কি ভেবেছিল ওই শয্যাই ছিল ওদের শব-শয্যা ।
যে প্রকৃতির এতো ভালবাসা, এতো মধুর স্নিগ্ধতা
কেউ কি ভেবেছিল ওই প্রকৃতিই ওদের এতো বড় শত্রু !
কয়েকটি মারণ-বোমা যা কোন দিন পারে না,
তা পারলো একটি মাত্র ঝাঁকুনী—
চুরমার হয়ে গেলো অর্দ্ধলাখ জীবনের স্বপ্ন ।
অভাবনীয় বিভৎসতম এক গণ সহমরণ !
অঙ্কিত হয়ে রইলো নিষ্ঠুরতম ইতিহাস
রিক্ততার বেদনায় ক্লিষ্ট মহারাষ্ট্রের বুকে,
বিস্ময়-চকিত পৃথিবী ।

□ ৩ | ১০ | ৯৩ ইং

[ মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্প ঘটে ১লা অকটোবর, ৯৩ ইং ]

# বিধাতার সিংহাসন

পুরনো কাল হ'তে অধুনা অবধি
আসনে আসীন হে নারায়ণ
বিশ্ব-বিধাতা প্রভু
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে
দেবদেবী বহু সঙ্গী সহ।
নিত্য পূজায় নৈবেদ্য কুসুমরাশি
শোভে তব পুণ্য চরণ তলে
নৃত্য-ভঙ্গিতে পাকখায় ধূপদীপ,
মন্ত্রোচ্চারনের ব্রহ্ম-ধ্বনি মাঝে
শাখ-ঘন্টা কাঁসর ঢোলক
একসঙ্গে বেজে ওঠে নিত্য কলরোলে
আর্তনাদ যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের।
'বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'
এহেন মজবুত স্তম্ভে
আজও বাঁধা সমগ্র বিশ্ব ;
প্রত্যয়-দৃঢ় ভক্তি রসে
অনুরাগের বিচিত্র পুষ্প
ধীরে ধীরে উঠেছিল ফোটে
বাসি সে হয়না কভু।
বাসি যদি হয়ে যেতো
পৃথিবীর ফুলেদের মতো
বিসর্জিত হতো গঙ্গায় ;

অথবা নবতম ব্যাখ্যায়
সংস্কার মুক্ত হতে গেলে
খসে ধ্বসে ভেঙ্গে পড়ছে
রোম সাম্রাজ্যের মতো
অন্ধকারে গড়ে উঠা
আলোক বর্তিকা সম
যুগ যুগ আরাধিত
বিধাতার স্বর্ণ-সিংহাসন

O

[illegible] ইং

# প্রিয়তমা

প্রিয়তমার প্রেম-স্পর্শ
খুঁজে বেড়াই এখানে ওখানে
বেঁচে থাকার প্রেরনায়।
হয়তো দেখি চিনিনা তাকে
আমিও অচেনা তার কাছে,
হয়তো একই সন্ধানে—
দু-জনার অবিরত পথ চলা।
তটিনীর মতো হয়তো-
আমার কাছাকাছি বা চতুর্দিকে
প্রবাহিনী সে,
শীতল হাওয়া তার
হয়তো জুড়ায় আমার প্রাণ
ব্যর্থতার দায় ভার তাই
আমারও আছে—ভাগ্যকে জড়িয়ে।
এমনি চলে আলো-ছায়ার খেলা
বিধির-বিচিত্র খেয়ালের ছলা
চাওয়া-না পাওয়া এ-দুয়ের মাঝে
সযত্ন মধুময় স্বপ্নটি
আজও অম্লান অটুট উন্মুখ
আপনার প্রত্যয় গভীরে।

●

২১ | ৯ | ৯৫ ইং

# খুঁজি কাকে

জীবন ব্যাপী চলেছি খুঁজি
কাকে খুঁজি, কেন খুঁজি
কিছুই পারিনা বোঝাতে
শুধুই খুঁজে চলি—আর চলি—
ব্যর্থতার অশ্রু-ধারা
ঢাকি নয়ন বুজি।
হঠাৎ দেখে তোমায় পথে
চিনতে পারি সেইতো বটে,
যাকে খুঁজে ক্লান্ত হলেম
হতাশ হলেম খুঁজি খুঁজি।
চোখের দৃষ্টি খুজে দূরে
কাছটা তাই আড়াল পড়ে
বেশী কাছে আছো বলেই
ছুবদৃষ্টি দূরে দূরে
রেখেছে দৃষ্টি বুঝি।
এমনি করেই বিধাতা মোর
খেলেন লুকোচুরি—
তোমায় আমায় পুতুল সেজে
কঠিন করুন রসে-কষে
ছোটান দূরে ক্লান্ত করে
মরিচিকার পিছে পিছে।

এখন তোমার এল পালা
খুঁজে আমার গেল বেলা
হৃদয় খুলে নয়ন মেলে
দেখো তোমার পূজারীকে ;
আমার অশ্রু-ধারায় করুণা তোমার
মূর্ত হয়ে উঠোক এবার—
ক্লিষ্ট জীবন মোর তোমার আসন বয়ে
চলে সে অচল চরণে নিত্য তোমায় খুঁজি।

● ১৯ | ৭ | ৯১

...er of the Book Depo...

......BOOK DEPOSIT CE

. . . . . . . . . .

name as a member of

y all the rules & re...

...idature the following

:-